

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২১ জুন, ২০২২

৪৫ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২০ জুন, ২০২২, সোমবার, ৫ আষাঢ়, ১৪২৯

প্রয়াত সিপিআই(এম) নেতা পাঁচুগোপাল চ্যাটার্জীর স্মরণসভা



নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্ধমান সদর ১ এলাকার প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা প্রয়াত পাঁচুগোপাল চ্যাটার্জীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো আজ বর্ধমান সদর-১ এলাকার তেঁতুলিয়া গ্রামে। স্মরণসভায় পাঁচুগোপাল চ্যাটার্জীর স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার। তিনি বলেন পাঁচুগোপাল চ্যাটার্জীদের কখনো সত্যতার বিজ্ঞাপন দিতে হয়নি। সারাটা জীবন আত্মত্যাগের উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন বলেন, আজ মানুষের রুচি-রুজি আক্রান্ত। মানুষ যাতে এক্যবদ্ধ ভাবে লড়তে না পারে তার জন্য ধর্মের নামে মানুষকে ভাগ করার চক্রান্ত চলছে। শ্রেণি ঐক্য,

শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর মাধ্যমেই এই বিভাজন আর লুটের রাজনীতি রুখতে হবে। পাঁচুগোপাল চ্যাটার্জীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই লড়াই করে গেছেন। রেলের চাকরি ছেড়ে গরিব মানুষের স্বার্থে পঞ্চায়েত চালিয়েছিলেন। তাঁকে প্রধান হতে বলা হলে তিনি প্রথমে নাকচ করে দেন। পরে পার্টির কথা রাখতে প্রধান হন। আর আজকে তৃণমূলের রাজত্বে পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার জন্যও ছড়োছড়ি পরে, টাকা লুটের জন্য। এছাড়াও স্মৃতিচারণ করেন পার্টি বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির সদস্য মৃণাল কর্মকার। সভাপতিত্ব ও শোক প্রস্তাব পাঠ করেন প্রবীণ পার্টিনেতা দেবু রায়।

‘বিদ্রোহী’ কবিতার শতবর্ষে সেবা সমিতিতে নজরুল স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১২ জুন : ফকিরচন্দ্র রায় স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। আবৃত্তি, গান, নৃত্য পরিবেশন করেন বেশ কিছু শিশু শিল্পী ও নজরুল গুণমুগ্ধ ব্যক্তিত্ব। ‘নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ ও বর্তমানে আমরা’ শীর্ষক এক আলোচনাসভায় এদিন



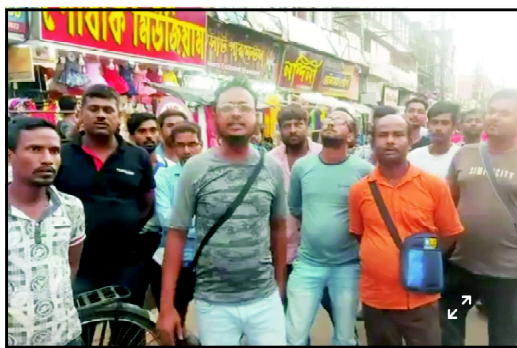
বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অরিন্দম কোণ্ডার। এই দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি মাননীয় অধ্যাপক বিশ্বদেব চক্রবর্তী। তিনি সকলকে গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার আবেদন জানান।

প্রশাসনিক বৈঠকেও শহরে টোটো সমস্যা মিটল না

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ জুন : টোটোর যানজটে নাজেহাল নাগরিকরা। যানজট এড়াতে পুরসভা ও প্রশাসন মিলে টোটো চালকদের নিয়ে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে একটি সভা করে। উপস্থিত ছিলেন আর.টি.ও, জেলাশাসক, এস.পি এবং বিধায়ক খোকন দাস।

টোটো ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে শহরে টোটোর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের হযরানি বন্ধ করার দাবি বহুদিনের। এর আগে বর্ধমান পুরসভা ৩৫টি ওয়ার্ডে ক্যাম্প করে সমস্ত টোটোর মালিককে তাদের কাগজ জমা দেবার জন্য।

তারই ভিত্তিতে ১৮ জুন শহরের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে প্রশাসন ও টোটো মালিকদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন হয়। সভা থেকে জানানো হয় শহরে ৪ হাজার ৪৯৮টি বেশি টোটো চলবে না। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া পঞ্চায়েত থেকেও কোনো টোটো শহরে প্রবেশ করবে না। টোটো চলাচলের জন্য কোনো তোলা আদায় করা যাবে না এবং চালককেই মালিক হতে হবে। বছরে ৫০০ টাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে দিতে হবে লাইসেন্স রিনিউ করার



জন্য। এছাড়া শিফট অনুযায়ী টোটোতে লাল সাদা এবং সবুজ রং চালকদের নিজের খরচে করতে হবে। এদিকে এদিনই প্রশাসনের বৈঠক সেরেই বিক্ষোভ দেখায় টোটো চালকরা। তাঁরা দাবি করেন রুট ঠিক করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। প্রয়োজনে আরও জোরদার আন্দোলনের দাবি করতে প্রস্তুত চালকরা।

ঠিকা সেনা নিয়োগের প্রতিবাদে পথে যুবরা



নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ জুন : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পথেই হটিতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। বেকার যুবদের চাকরি না দিয়ে সিভিক পুলিশের মতো মোদী সরকার ঠিকা প্রথায় সেনা নিয়োগ

করতে ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্প ঘোষণা করেছে। তাতেই আগুনে যি পড়েছে সারা দেশে। রাজ্যে রাজ্যে যুব সমাজ রেল অবরোধ করে, সরকারি সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আন্দোলন

বিক্ষোভ থামছে না কিছুতেই।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঠিকাকরণ ও বেসরকারিকরণ করে মোদী আছে দিনে পৌছতে চাইছে। আগে বছরে ১০০ জন যুবকের মধ্যে ২৫ জন সেনা, ব্যাঙ্ক, রেল, বিমা ক্ষেত্রে চাকরি করে সুরক্ষা পেত, এখন সেখানে দশ হাজার জনের মধ্যে ২৫ জনও চাকরি পায় না।

এই অগ্নিপথ প্রকল্প বাতিল ও রেল ৮০ হাজার শূন্য পদে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় ডি.ওয়াই.এফ.আই। আজ কার্জন গেটে যুবরা বিক্ষোভ দেখায় ও মোদীর কুশপুত্তলিকা পোড়ায়। এই বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতৃত্ব অমিত মল্লিক, সোহম ঘোষ, চন্দন সোম। সভাপতিত্ব করেন চন্দন ভট্টাচার্য।

বাস্তুহারা পরিষদের বর্ধমান জেলা কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৮ জুন : সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের বর্ধমান জেলা কনভেনশন ১৮ জুন বর্ধমান শহরে সুনীলকৃষ্ণ বণিক ও গৌতম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ফ্যান্সি মার্কেটে কনভেনশন উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুধাংশু মজুমদার। তিনি উদ্বাস্তু জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিগণ আগামী দিনের জোরদার কর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এগুলির পক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আগামী কার্যকালের জন্য সুনীলকৃষ্ণ বণিক-কে সভাপতি, দুলাল নাগ-কে সম্পাদক এবং নন্দদুলাল গুহ-কে



সংগঠন সম্পাদক করে ১১ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

আগামী ২০ জুন বাস্তুহারা দিবস পালন করার জন্য কলোনিতে প্রচার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী

২৬ জুন হাওড়ার রামরাজাতলায় প্রকাশ্য সমাবেশের মাধ্যমে ১৯তম রাজ্য সম্মেলন হবে। প্রধান বক্তা হিসাবে থাকবেন বর্ষীয়ান জননেতা বিমান বসু।

১০০ দিনের কাজ চালু করার দাবিতে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ জুন : গ্রামে গ্রামে ১০০ দিনের কাজ চালু করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ ছোঁওয়া মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, বেলাগাম দুর্নীতি, নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বুধবার মিছিল ও সভা হয়। বিভিন্ন বাম গণসংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে মিছিল কালনা-২ ব্লকের বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গতি বালিন্দর গ্রাম পরিক্রমা করে। শেষে সভায় বক্তব্য রাখেন মহম্মদ শা, উদয় গোস্বামী, অরুণ চ্যাটার্জী, পীযুষ চ্যাটার্জী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন দোলগোবিন্দ ঘোষ। বক্তারা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই মানুষ মারা নীতি নিয়ে চলছে। যার ফলে সাধারণ মানুষের

—এরপর চারের পাতায়

সলিল ভট্টাচার্য ও মৃদুল সেনের স্মরণসভা



নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ জুন : বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মৃদুল সেন ও বিশিষ্ট লেখক-অধ্যাপক সলিল ভট্টাচার্যকে এদিন স্মরণ করলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘ, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি। গুডসশেড রোডস্থিত জাগরী সভাগৃহে স্মরণসভায় উভয়ের স্মৃতিচারণা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। রজত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যখন মাথা ঝাঁকানোই ছিল নিয়ম, প্রতিবাদ ছিল

অপরাধ তখন সলিল ভট্টাচার্য ও মৃদুল সেনের প্রতিবাদী স্বর সমাজ পরিবর্তনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এজন্য তাঁদের অশেষ ক্রেতৃ সন্মান করা হতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা নিজ বিশ্বাসে আজীবন অবিচল ছিলেন। স্মরণসভার দ্বিতীয় পর্যায়ে সঙ্গীত ও কবিতায় এই দুই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

২৮ জুন পৌরসভা অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ জুন : বর্ধমান পৌরসভা এলাকার বাসিন্দাদের পুর পরিষেবার বিষয়ে ক্ষোভের জন্য বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে আগামী ২৮ জুন বেলা ৩টায় পৌরসভা অভিযানের আহ্বান জানিয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)র বর্ধমান জেলা কমিটি। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) বেহাল রাস্তাগুলিকে বর্ষার আগেই মানুষের যাতায়াতের উপযুক্ত করতে হবে, (২) পানীয় জলের উৎস স্থির করে শহরবাসীকে পরিশ্রমিত জল দিতে হবে, (৩) অস্বাভাবিকহারে পৌর কর বৃদ্ধি রোধ করতে হবে, (৪) বাড়ির অনলাইন প্ল্যান

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প,
কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২২

প্রকাশিত হবে সেপ্টেম্বরের তৃতীয়
সপ্তাহের শেষে।

কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকারদের লেখা
আহ্বান করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১
জুলাই, ২০২২।

ইউনিকোডে কম্পোজ করে
মেইল-এ পাঠানো যাবে। অথবা
সরাসরি ডাকযোগে পাঠান পত্রিকা
দপ্তর ৬২ বি সি রোড অনিতা
সিনেমা লেন বর্ধমান-১ ঠিকানায়
E-mail : sharadiyanc@gmail.com

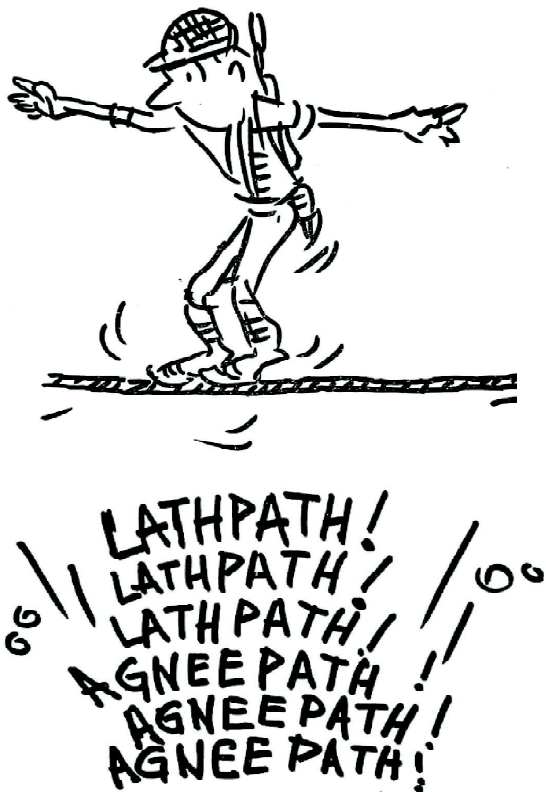
নতুন চিঠি

২০ জুন, ২০২২

আগুন নিয়ে খেলা

বিগত দু’তিন দিন ‘অগ্নিপথ’ নামের সেনাবিভাগে নয়া নিয়োগনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। বিহার, ইউ.পি, হরিয়ানা ছাড়িয়ে দাবানলের মতো প্রতিবাদ ছড়িয়েছে দক্ষিণে। প্রতিবাদের এমন উগ্র এবং হিংস্র রূপ সম্ভবত শাসকের হিসাবের মধ্যে ছিল না। একাধিক ট্রেনে অগ্নিসংযোগ, পাথর বৃষ্টি, ব্যাপক সংখ্যক যুবশ্রেণির অংশগ্রহণ—প্রতিবাদের এই আঁচ দেখে শান্তিরক্ষক পুলিশও চূপসে গেছে। প্রতিবাদের লক্ষ্য রেল, কারণ তা প্রত্যক্ষ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেনাবাহিনীতে দু’বছর পর নিয়োগ হতে চলেছে, ছ’মাস ব্যবধানে ৪৬০০০ জন করে যুবক নিযুক্ত হবে—এতো খুশ খবর। তাহলে বেকার যুবসমাজ, যারা এই প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছে, হঠাৎ এতটা বে-পরোয়া হয়ে উঠল কেন? আন্দোলনের প্রবল চাপে আধা-সামরিক ক্ষেত্রে ‘অগ্নিবীর’দের ‘অগ্রাধিকার’কে ‘সংরক্ষণ’ বলে ঘোষণা করাতেও কেন ক্ষোভ স্তিমিত হচ্ছে না? ‘অগ্নিপথ’ আসলে প্রতিরক্ষা বিভাগে অফিসারের নিচের পদে এক ঠিকা নিয়োগ প্রকল্প। নিয়োগ হবে অস্থায়ী ভাবে, মাত্র চার বছরের মেয়াদে। মেয়াদ শেষ হলে ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীরের কাজে ছেদ পড়বে। এককালীন ১১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা, যার আবার সিংহভাগ তাদের মাসিক বেতন থেকে কেটে রাখা অর্থ, এবং একটি ‘অগ্নিবীর’ শংসাপত্র দিয়ে তাদের বিদায় দেবে সরকার। মেয়াদ শেষে ক্যান্টিনের বা চিকিৎসা বিষয়ক কোনো সুবিধার অধিকারী থাকবে না তারা, ন্যূনতম পেনশনও পাবে না। শহিদ জওয়ানের নামে ভোটভিক্ষা করে ক্ষমতায় আসা সরকার সৈনিকদের আসলে কী চোখে দেখে ‘অগ্নিপথ’ পরিকল্পনা থেকেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। সেন্দ্রাল ভিস্টার জন্য সরকারের টাকা আছে, প্রধানমন্ত্রীর সপার্যদ বিদেশ ভ্রমণের টাকা আছে, নেই সৈনিকদের জন্য, যারা দেশের জন্য আত্মবলিদানে কখনো কুণ্ঠিত নয়। মাইনাস ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সৈনিকদের অতন্দ্র পাহারা নিয়ে ভিডিও বানিয়ে দেশপ্রেমে সুড়সুড়ি দেওয়া বিজেপি দল সেই বীরদের রুটি-রুজির নিরাপত্তাদানের দাবি তোলেনি। আদানি-আম্বানির স্বার্থরক্ষক কেন্দ্রীয় শাসকদল জানে ভাতে মারতে হলে দেশপ্রেমের আবেগকে উসকে দিতে হবে—বলতে হবে সৈনিকের কাজ পেশা নয়, সেবা।

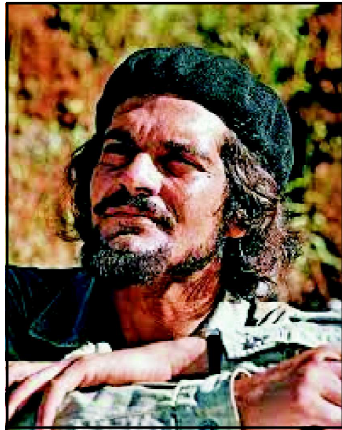
স্পর্ধিত যুবসমাজের কাছে এই ধাপ্পা ধরা পড়ে গেছে। তাই তারা এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। দেশপ্রেম নয়, পেশাগত দাবিদাওয়া, রাষ্ট্রকে যার পূর্ণদায়িত্ব নিতে হবে বলে বামপন্থীরা গলা ফাটায়, এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। এটাই বাস্তব। তাছাড়া নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তাই যেখানে অনিশ্চিত সেখানে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দেশরক্ষার কাজ ফৌজিরা আদৌ করতে পারবে কিনা, ভেবে দেখা দরকার। সর্বোপরি, প্রতিরক্ষার কাজে সাফল্য আসে ঐক্যবোধ থেকে। এই পেশাতে স্থায়ী ও অস্থায়ী দুটি শ্রেণি তৈরি হলে তাদের আত্মীয়তা ভেঙে যেতে বাধ্য। ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্প চালুর অর্থনৈতিক কারণ যদি হয় সরকারি খরচ কমানো, এর রাজনৈতিক মতলব সাংঘাতিক। আর.এস.এস-এর দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন এক প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী। পেশাগত সুবিধা না থাকায় অবসরের পর এরা ভাড়া খাটতে বাধ্য হবে। নোটবন্দির মতো ‘অগ্নিপথ’ এক রাম-জুমলা। এ ভাবনা যে অমূলক নয় তার বড় প্রমাণ সংঘ পরিবার ইতিমধ্যেই ‘অগ্নিপথ’-এর সমর্থনে পথে নেমে পড়েছে। তবে বাকপটু মোদীজির আসল চরিত্র এতদিনে মানুষ বুঝে গেছে। কৃষি আইনের মতোই ‘অগ্নিপথ’-কে তাই বাতিল করতেই হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। নান্য পন্থা।



চে গুয়েভারা একটি ঝড়ের নাম

কল্পনা গুপ্ত

কখনও খালাসির কাজ করতে থাকেন। এই সময় থেকেই তৈরি হয়েছিলো দেশ আবিষ্কারের ইচ্ছা। ১৯৫০-এ মেডিক্যালের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এর্নেস্তো বেরিয়ে পড়লেন আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা, পেরু সহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলি ভ্রমণে। যখন তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল দিয়ে



দক্ষিণ আমেরিকার তামাখনি, রেড ইন্ডিয়ানদের বসতি ভ্রমণ করছিলেন তখন কৃষকদের আশাহীন দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা নিজের চোখে দেখেছিলেন। আর দেখেছিলেন অভিজাত সমাজের শোষণ, লুটপাট, প্রতারণা। অন্তরঙ্গ বর্ণময় লাতিন আমেরিকার জন্য প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিলো তাঁর ঝোড়ো জীবনের ভিত্তিভূমি।

১১ এপ্রিল ১৯৫৩ সালে এর্নেস্তো হলেন ডাঃ এর্নেস্তো গেভেরা। এই সময়ই দেখা হল আরেক বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে। চে ফিদেলের বিপ্লবী ইউনিটে যোগ

দিলেন। কিউবার বৈপ্লবিক যুদ্ধে চে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। মার্কিন মদতপুষ্ট কিউবান একনায়ক ফুলগেনসি বাতিস্তাকে উৎখাত করার লক্ষ্যে দুবছর ধরে চলা গেরিলা সংগ্রামের সাফল্য আসার ক্ষেত্রে চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিউবায় শিল্লোদ্যোগীরাপে খামার সংস্কার আইন প্রবর্তন, কিউবার জাতীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট, সামরিক বাহিনীর ইন্সট্রাকশনাল ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন এবং কিউবান সমাজতন্ত্রের প্রচারে বিশ্ব পর্যটন করেন। বৃহত্তর বিপ্লবে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬৫ সালে কঙ্গো কিনসাসায় যান। সেখানে বিপ্লব ব্যর্থ হলে ১৯৬৬-তে ছদ্মবেশে বলিভিয়ায় ঢোকেন। সেখান থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে গেরিলা সংগঠনের কাজে মেতে ওঠেন। ১১ মাস গেরিলা যুদ্ধের পরে ৮ অক্টোবর চে আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। ৯ অক্টোবর মার্কিন ঘাতকবাহিনী চে-কে বিনা বিচারে খুন করে, হাত দুটি কেটে কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেই ঘাতকদের বিচার হয়নি আজও। ১৫ অক্টোবর কাস্ত্রো বিশাল জমায়েতে চে-র মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরে ১৯৯৭-এর ১২ জুলাই আবিষ্কার হয় চে ও তাঁর পাঁচ সঙ্গীর দেহাবশেষ এবং তা কিউবার সান্তা ক্লারাতে সমাধিস্থ করা হয়।

চিলির কবির লেখা কবিতায়—
“ওরা তার হাত দুটো কেটে নিল, তবু সে তাদের আঘাত করেই চলেছে ওরা বলিভিয়ায় তাকে কবর দিয়েছে আর আজ সে আমাদের মিছিলে গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে।”
চে গেভারার জন্মদিনে তাঁর প্রতি চিন্তনের নিবেদন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

অগ্নিপথ

নয়ন কোনার

তাহলে দারিদ্র্য থেকে তাঁরা রেহাই পান, একটু সুখ ও সম্মানের মুখ দেখতে পান। লজ্জাজনক হলেও সতি, হিন্দি বলয়ের বিপুল অংশ বিস্তে ও প্রথাগত শিক্ষায় পিছিয়ে। পুঞ্জির অভাবে ব্যবসাবাণিজ্যে সাফল্য আসেনি। ভাল চাকরি, সরকারি হোক বা বেসরকারি, জোটানো তাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ।



একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল সেনাবাহিনী। সেখানেও যদি এতটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তাদের অস্তিত্বসংকট অনুভব করা অস্বাভাবিক নয়।

বিপরীত দিকে, কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পকে অতীব ইতিবাচক বলে তুলে ধরতে চাইছে। IGNOU-র সঙ্গে একটি সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মাধ্যমে অগ্নিবীররা গ্র্যাজুয়েশন করতে পারবেন। যদি পুরো কোর্স কেউ সম্পূর্ণ না-ও করেন তবুও তাঁরা বিভিন্ন সুবিধা পাবেন। এক বছর লেখাপড়া করলে সার্টিফিকেট এবং দু বছর পড়লে ডিপ্লোমা পাওয়া যাবে।

যদি এই চার বছর কেউ লেখাপড়া না করেন চার বছরের চাকরির মেয়াদ

শেষে তিনি আগে যতদূর পড়াশোনা করেছিলেন তারপর থেকে শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।

ভাল প্রস্তাব সন্দেহ নেই। তবে এখানে দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। শিক্ষা মাঝপথে চার বছর ছিন্ন হলে নতুন করে শুরু করা তত্ত্বগতভাবে অসম্ভব নয়, কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে ভীষণ কঠিন কাজ।

সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার

অর্থই হল মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটা বাড়িয়ে ফেলা। অল্পবয়সী তরুণ-তরুণীরা সেই ঝুঁকি নিয়ে কাজে যোগ দেবেন, অথচ কাজের শেষে পেনশন পাবেন না, এটা অনেকের কাছেই অমানবিক মনে হচ্ছে।
এছাড়াও বেশ কিছু সঙ্গত প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টাও হচ্ছে। আমরা একে সেগুলো দেখে নিই।
অগ্নিবীরদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
সরকার পক্ষের বক্তব্য, যাঁরা ব্যবসায় উদ্যোগী হতে চাইবেন তাঁরা আর্থিক প্যাকেজ ও ব্যাঙ্ক-ঋণ পাবেন। কেউ

—এরপর তিনের পাঠ্য

অন্য সংস্কৃতি

খড়কুটো

—গত সংখ্যার পর
তিন

লাস্ট ট্রেনে সন্ধ্যা নামল। আজকে আগে পারুল ঘুম থেকে উঠে দেখে সনাতন হাঁ করে বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। মুখে মাছি ভন ভন করছে। একবার ভাবল মাছিগুলো তাড়িয়ে দেবে। তারপর ভাবল ও তো নিজের অবস্থা নিজেই এরকম করেছে। পারুল পাশ কাটিয়ে কলতলায় চলে যায়। স্নান সেরে বেলার ঘরে চলে আসে। দেখে বেলামাসি ঘুম থেকে উঠে স্নান-টান করে তৈরি। ওকে দেখে বললে— এসেগেছিস, আমি ভাবলাম তোর আবার দেরি হয় না কি? আমার আবার আজকে মনিং আছে। চল দিদিমণির সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।

নন্দিতার বাড়ি বেশি দূর নয়। ওদের বস্তু থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার ওপারে একটা হলুদ রঙের দোতলা বাড়ির একতলায় নন্দিতা আর ওর মা ভাড়া থাকে। নন্দিতা হাসপাতালের নার্স। ইদানীং ওর মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ওরও ডিউটির ঠিক থাকে না। সকাল-সন্ধ্যা-রাত যে-কোনো সময় বদলির কাজ। তাই তিনি সারাদিনের লোকের খোঁজ করছিলেন। বেলা পারুলকে সঙ্গে নিয়ে নন্দিতার বাড়ি আসে। শীত চলে গেছে। গাছেদের পাতায় পাতায়, বাতাসে বাতাসে, সকালের রোদ রোদ বসন্তের ছোঁয়া। বাড়ির সামনেটায় বাগান। ওরা গেট খুলে বাগান পেরিয়ে কলিং বেল টেপে। দু'বার বেল বাজানোর পর নন্দিতা দরজা খোলে। ওদের দেখে একমুখ হাসি। হাসিটা এত ভালো লাগে পারুলের। কেমন যেন আপনজনের গন্ধ পায়।

—তোমরা এসে গেছো। এসো এসো, এই দিদিই কাজ করবে? কী নাম তোমার দিদি? নন্দিতা বলে।

—পারুল। তা দিদিমণি কখন আসতে হবে আপনাদের বাড়িতে?

ধারাবাহিক উপন্যাস

কাকলি ঘোষ

—সকালের দিক করেই এসো। আমি তো মনিং শিফট থাকলে সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে যাই। তুমি সাতটা নাগাদ এসো। আমার একটু টিফিন করে দিও, তারপর তোমার বাইরের কাজ সেরে নিয়ে স্নান সেরে রান্না করে নেবে। দাঁড়াও মা'কে ডেকে আনি। মা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।

ওদের কথার মাঝখানে নন্দিতার মা এসে পড়েন। মেয়ের মতো মাও স্নিগ্ধতায় ভরা। ফর্সা, গোলগাল চেহারা মা-মা ছাপ। মা-মেয়ে দু'জনকেই ভালো লেগে যায় পারুলের। ওকে সব দেখিয়ে দেন। বলেন—কাল থেকেই তাহলে এসো।

বেলা হাসপাতালে চলে যায়। পারুল ঘরের পথ ধরে। ঘরে ফিরে উমাকে নতুন কাজের কথা বলে।

—মা, একটা কাজ পেয়েছি। পাঁচ হাজার টাকা মায়না। একবেলা খাওয়া। তবে সকাল সাতটায় গিয়ে বিকেল ছটায় ফেরা। সারাদিনটা তোমাকে সামলাতে হবে। পারবে তো?

—হায় রে আমার কপাল! গেরস্থ বাড়ির বড়কে লোকের বাড়ি কিগিরি করতে হচ্ছে। এমন ছেলে হয়েছে সংসারের দিকে তাকায় না।

—মা, দিন কি কারো সারা জীবন এক রকম যায়? এখন কষ্টের পর হয়তো ভালো দিন আসবে।

পারুল দ্রুত কাজ সারে। পল্টু ঘুম থেকে উঠে মায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়—মা চা দাও।

—ভাইকে তোল। চা বসাচ্ছি। তোর বাবা উঠেছে?

—তুমি যাবার পর বাবা উঠে চায়ের দোকানে চা খেয়ে বেরিয়ে

গেছে। বাবাকে না বলে সকালে বেরিয়ে গেছো, আজ তোমার হবে।

—সে তো এখানে বসে থেকে রোজ হচ্ছে। ভাইকে তোল, ঠাকুরমাকে বল কল সেরে আসতে। এখন কলঘর ফাঁকা আছে।

—মা, পঞ্চাশটা টাকা দাও। পল্টু চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পারুলকে বলে।

—টাকা কোথায় পাব? তোর বাবা সংসারে খোরাকি দেয়? একদিন টাকা দেয় তো দশদিন দেয় না। আর টাকা নিয়ে কী করবি তুই?

—দাও না। টাকা টাকা করে পল্টু সকাল বেলায় ঝামেলা শুরু করে দেয়।

—টাকা নিয়ে তো ডেনড্রাইটের নেশা করবি। যমের অরুচি সব। যা দূর হ।

পল্টু চিৎকার করতে থাকে—টাকা দেবে না। দেখ আমি নিজেই কেমন টাকা জোগাড় করতে পারি। কুলুঙ্গিতে পারুলের মাটির ভাঁড়টা ছিল। দু'চার টাকা রোজ ফেলে। সেটা মাটিতে আছড়ে ফেলে ভেঙে যা টাকা পায় মুঠো করে নিয়ে দৌড়ায়।

পারুল হাহাকার করে ওঠে। কত কষ্টে জমানো টাকা সব গেল। তিল তিল করে জমিয়েছিল সে। এর চেয়ে ছেলে-পুলে না হলে ভালো ছিল।

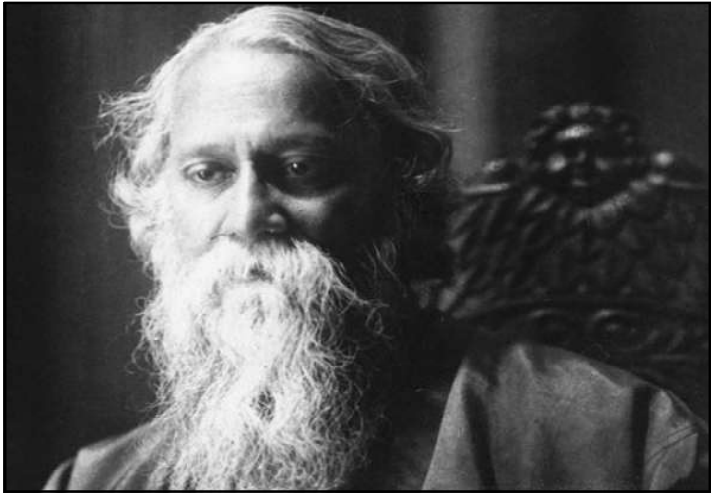
হতাশ পারুল ভাঁড়ের ভাঙা টুকরোগুলো এক জায়গায় জড়ো করে। এমনি করে তার সঞ্চয়ের আশ্বাসটুকুও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তাদের শুধু শূন্যতা ভরানোর প্রয়াস। ফুটো চৌবাচ্চায় জল ভরার মতো। তাদের জীবন কেবল বোঝা বয়ে নিয়ে যাবার এক অভ্যাস। সকাল থেকে কেবল একমুঠো ভাতের অপেক্ষা, ভবিষ্যতের জন্য এক সিকি সঞ্চয়ের প্রাণপণ লড়াই, তাদের কাছে জীবন মানে অনন্ত আশা আর প্রাণান্ত প্রচেষ্টার মাঝে টিকে থাক।

(চলবে)

কবিপক্ষ ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বম্ভর মণ্ডল

পৃথিবীতে যে প্রান্তেই বাঙালি আছেন, কবিপক্ষে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আয়োজনে ঘাটতি নেই কোথাও। মৃত্যুর এতো বছর পরেও তাঁকে ঘিরে উৎসব, উদ্‌যাপন, ভালোবাসা, উন্মাদনা, আবেগের শেষ নেই। তাঁকে নিয়ে শ্রদ্ধা দেখানোর নানাবিধ আয়োজনের সাক্ষী হয়নি এমন বাঙালি সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া বোধহয় অসম্ভব। অথচ বেঁচে থাকতে যারা তাঁকে দুদণ্ড শাস্তিতে থাকতে দেয়নি এমন মানুষও কম ছিল না সেই যুগে, যদিও তাদের অনেকেই তাঁর নাম-যশ হবার পরে তাঁকে নিয়ে উৎসবে মেতেছে। তাঁকে নিয়ে কুৎসা করেই যারা সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করত, সেই মানুষগুলোই নোবেল পাবার পরে তাঁকে নিয়ে আদেখলাপানায় মেতেছিল সবথেকে বেশি। কম ধাক্কা খাননি তাঁকে ঘিরে থাকা তাঁর আলোয় আলোকিত



মানুষদের থেকেও। সচ্ছল জমিদার পরিবারের মানুষ হয়েও তাঁকে একদল ঈর্ষাকাতর, কুৎসাপ্রবণ মানুষের অত্যাচার প্রতিনিয়ত সামলে নিজের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে বারবার। ধারাবাহিক হিংসা, ঈর্ষা আর কুৎসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের সৃষ্টিশীলতাকে রক্ষা করা ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কী কঠিন কাজ, তা শুধুমাত্র ভুক্তভোগীরা জানেন। লড়াইয়ের এই শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল বলেই বোধহয় তিনি লিখেছেন ‘বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে/ পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে।/ লুঠ-করা ধন ক’রে জড়ো কে হতে চাস সবার বড়-/এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে।’ এই লড়াই যে কী কঠিন লড়াই যারা এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারেননি, তাঁরা বুঝবেন না কোন উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারলে তবেই ঐ অনন্ত গভীর সৃষ্টিশীল কাজে নিয়মিত ভাবে নিজেকে নিমজ্জিত রাখা সম্ভব। সেই উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যাবার শক্তি ছিল বলেই তিনি লিখতে পারেন ‘পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে/ এই খসে যাবার, ভেসে যাবার, ভাঙবারই আনন্দে রে।’ এই বিষয়টাকে অন্য ভাবেও ভাবা যায়। হাজার আক্রমণের সামনে নিজের সৃষ্টিশীলতাকে রক্ষা করার চাবিকাঠি হয়ত নিজেকে সব সময় মনের মত কাজে ডুবিয়ে রাখা, সেটা সাফল্যের সাথে করতে পেরেছেন বলেই তাঁর কাজের বিস্তৃতি এত বহুমুখী ও বিচিত্র হতে পেরেছে।

মৃত্যুর এত বছর পরেও রবীন্দ্রনাথ আজও পুরো মাত্রায় প্রাসঙ্গিক সমাজ-সচেতন মননের কাছে, আবার একই সাথে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে তাঁকে নিয়ে বটতলার হলুদ লেখকদের আজও কাটাছেড়ার শেষ নেই।

আসলে রবীন্দ্রনাথকে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অনুভবকে মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেবার মানুষের সংখ্যা চিরকালই কমই থেকেই গেছে। বৃকে রবীন্দ্রনাথের বাণী লেখা পাঞ্জাবি বা টি-শার্ট পরা রবীন্দ্রভক্ত হয়ত অনেকগুণ বেড়েছে, কিন্তু এদের কজন তাঁকে নিয়ে চর্চা করেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

আজীবন ধর্মের নামে হানাহানির বিরুদ্ধে ছিলেন যিনি, তাঁর ছবি নিয়ে মিছিল করে তাঁকেই কলঙ্কিত করছে ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে ভোটে জেতা দল। সারা পৃথিবীতে যখন রবীন্দ্র-চর্চা বাড়ছে, সেই সময় তাঁর নিজের দেশের রবীন্দ্র ভক্ত সেজে থাকা সরকার সিলেবাস থেকে তাঁকে দূরে রাখার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। প্রকাশ্যে ভক্তির প্লাবন, আড়ালে রবীন্দ্র আদর্শের নিধনযজ্ঞ চলেছে নিপুণ পরিকল্পনায়। মালিকদের নির্দেশে এদের সবার সব দোষ ঢাকা পড়ে যায় পত্র-পত্রিকার পাতায়, উজ্জ্বল হয়ে ভাসিয়ে রাখা হয় কমিউনিস্টরা কবে

রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলেছিল সেই কষ্টকল্পিত কাহিনি। বাকিদের সাতখুন মাফ হয়ে যায়। জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যার বিরুদ্ধে সারা দেশে যখন একটা শব্দ উচ্চারণ করার কেউ সাহস দেখায়নি, সেই সময়ে তিনি গর্জে উঠেছিলেন। আজ দেশজুড়ে যখন নানা জায়গায় দলিত, সংখ্যালঘু গরিব মানুষরা আক্রান্ত হচ্ছেন, সেই সময়ে রবীন্দ্র অনুরাগ কি শুধু লোকদেখানো মূর্তি স্থাপনে আর মাল্যদানেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে, এটাই বড় প্রশ্ন হয়ে উঠে আসছে সাধারণ মানুষের অনেকের মনে।

তাঁর গান দোলা দেয় প্রাণে এমন মানুষের অভাব নেই আজও। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে না থেমে অজস্র মানুষকে এগিয়ে চলার শক্তি যোগায় তাঁর গান। যেমন—‘আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।/ তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,/ বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে’। রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, প্রবন্ধ পাঠক যেমন হারিয়ে যায়নি, তেমনি তাঁকে নিয়ে লেখা বইয়েও পাঠকের আকর্ষণ কমার কোন লক্ষণ নেই। আবার তাঁকে নিয়ে গবেষণারও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে।

ভেঙে পড়া মানুষগুলোকে বারবারে দুহাতে বৃকের মধ্যে নিয়ে আগলে রাখে রবি ঠাকুরের কবিতা বা গান বা কোন শব্দমালা। তাঁকে একটা ছোট বৃন্তের মধ্যে আবদ্ধ রাখার আয়োজন বারবার হয়েছে, অথচ ‘সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান’ তিনি নিজেই বারবার করেছেন। তাই তিনিই বলতে পারেন ‘প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।/ ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।/দুঃখকে আজ কঠিন বলে জড়িয়ে ধরতে বৃকের তলে/ উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে।’

—দুয়ের পাতার পর

লেখাপড়া করতে চাইলে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এবং ব্রিজ কোর্স করে পরবর্তী ধাপে যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

—অগ্নিপথ প্রকল্প তরুণ প্রজন্মের সুযোগসুবিধা খাটো করে দেবে।

—সেনাবাহিনীতে তাঁদের যোগদানের সুযোগ বাড়বে। কেননা প্রচলিত নিয়োগপদ্ধতিগুলি সবকটাই চালু থাকবে। উপরন্তু, এই প্রকল্প থেকে প্রতি বছর বাছাই করা পঁচিশ শতাংশ সৈন্য সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করবে।

—সেনাবাহিনীর সংহতিতে চিড় ধরবে।

—সংহতি অটুট থাকবে। বরং বাছাই করা পঁচিশ শতাংশ সৈন্য সেনাসংহতি দৃঢ়তর করবে।

—সেনাবাহিনী নিজের কার্যকারিতার সঙ্গে আপস করতে চলেছে।

—বিশ্বের বহু দেশে এই পদ্ধতি চালু আছে, কার্যকারিতায় তারা কারোর চেয়ে ন্যূন নয়। এটা ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত। অগ্নিপথ প্রকল্পে সেনাবাহিনীর মোট সদস্যের মাত্র তিন শতাংশ নিযুক্ত হবে। চার বছর পর, পাকাপাকি ভাবে যাঁরা যোগ দেবেন তাঁদের পুনরায় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এতে সুপারভাইজরি র‍্যাঙ্কের পদে তাঁরা সম্পূর্ণ পরীক্ষিত হয়েই যোগ দেবেন।

—একুশ বছরের তরুণ-তরুণীরা যথেষ্ট অপরিণত এবং দেশের প্রতিরক্ষার আত্মদানের জন্য অপরিপক্ব।

—দুনিয়াজুড়ে সব দেশই তরুণ প্রজন্মের সৈন্যদের ওপর আস্থা রাখে। বর্তমান প্রকল্প অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয়

সেনাবাহিনীতে তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার ৫০ শতাংশ-৫০ শতাংশ মিশ্রণ তৈরি করবে।

—সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী বিপথগামী হলে সমাজের পক্ষে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

—এই ধারণাটিই অত্যন্ত অবমাননাকর। বরং সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কারণে সমাজ তাঁদের কাছ থেকে প্রচুর সুফল ভোগ করবে।

—এই প্রকল্প ঘোষণা সরকারের হঠকারিতার পরিচয়। সেনা-আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না মেনেই এটি চালু করা হচ্ছে।

—এটি ভ্রান্ত ধারণা। সেনা-আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে প্রভূত আলোচনা করেই এই প্রকল্পের রূপরেখা নির্মাণ করা হয়েছে।

এভাবে যুক্তি ও প্রতियুক্তির চাপান-উতোর চলছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোন প্রকল্পের রূপরেখার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তার রূপায়ণ। সরকার যদিও বলছে, ব্যয়সংকোচের কোন লক্ষ্য তাদের নেই, তাদের লক্ষ্য সেনার গড় বয়স কমিয়ে আনা, বর্তমানে যা ৩২ বছর সেটা কমিয়ে ২৬ বছর করা, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, আর্থিক ব্যয় কমানো সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রকল্প থেকে পঁচাত্তর শতাংশ ছাটাই হবে। ইনক্রিমেন্ট ও পেনশনের খরচ বিশাল কমে যাবে। এটা ঠিক যে, সেনাবাহিনীতে নানা ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্টের সুযোগ আছে। সেটা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই

কল্যাণকর, কিন্তু পরবর্তীতে কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকলে সেই স্কিল খুব একটা কার্যকর হবে না।

শিক্ষার বিষয়ে আশাব্যঞ্জক কথা যেমন আছে, তেমনই অন্য একটি বিষয়ও উপেক্ষণীয় নয়। IGNOU থেকে যেসব বিষয় পড়ার সুযোগ আছে তার মধ্যে জ্যোতিষও আছে। একজন সৈনিক, ভবিষ্যতে তিনি পাকাপাকিভাবে সেনাবাহিনীতেই যোগ দিন বা স্বল্পমেয়াদি চাকরির শেষে অন্য পেশায় যান, জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন তাঁকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবে না।

নতুন প্রকল্প, নতুন ভাবনাসিঁচ্চা স্বাগত, কিন্তু দেশের প্রতিরক্ষা এবং তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না। আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ম্যানপাওয়ারের চেয়ে প্রযুক্তির, সেনাসংখ্যার চেয়ে সামরিক ব্যবস্থার গুণগান বেশি গুরুত্ব পাবে জানা কথা। বীর্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হয়েছে এ কথা দীর্ঘদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ বলে দিয়েছেন। সমস্ত মেনে নিয়েও এই চূড়ান্ত স্পর্শকাতর ইস্যুটি আমরা চোখ বুজে মেনে নিতে পারি না। যেসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চলছে তার সমালোচনা করি। কিন্তু আশা করব, প্রতিটি সচেতন দেশবাসী যেন এই প্রকল্পের দিকে নজর রাখেন।

যথায়থভাবে আলোচনা করে প্রকল্পের ত্রুটিগুলিতে চিহ্নিত করা দরকার। না-হলে জনবিক্ষোভ বাড়বে। গায়ের জোরে কোনো কিছু করলে পরে পিছু হটতে হয়—সরকার যেন সেটা মাথায় রাখে।

দুই প্রয়াত সিপিআই(এম) সদস্যকে স্মরণ কালনায়



নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুন : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বাদলা-৪ নং শাখার প্রয়াত সত্যজিৎ ঘোষ ও সিদ্ধেশ্বর হেমরমকে শ্রদ্ধাযাত্রা স্মরণ করা হয়। চাগ্রামে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রয়াতদের স্মৃতিচারণ করেন মহম্মদ শা, উদয় গোস্বামী, জয়দীপ ভট্টাচার্য, পীযুষ চ্যাটার্জী, অতুল দাস প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা সুধীর ঘটক। সত্যজিৎ ঘোষ যুব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ২০০৭ সালে সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ অর্জন করেন, পরবর্তীতে বাদলা-৪ নং শাখার সম্পাদকদের দায়িত্ব পালন করেন। গত ১৮ জানুয়ারি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। সিদ্ধেশ্বর

হেমরম কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ১৯৯০ সালে সিপিআই(এম) সদস্যপদ অর্জন করেন। এই দুই জনপ্রিয় প্রয়াতের বাড়ি বাদলা অঞ্চলের চা গ্রামে। বক্তারা বলেন, শাসক দল বিজেপি তৃণমূল সাম্প্রদায়িক ঝড়বন্থের মধ্য দিয়ে মানুষকে কিভাবে বিরক্ত করছে, সেটা উপলব্ধি করে তাঁরা মানুষের মধ্যে প্রচার চালিয়ে গেছেন। পাশাপাশি শোষণের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা তাঁরা পালন করেছেন। তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এগোতে হবে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং এ রাজ্যে সহযোগী তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই করতে হবে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

□ আমি Rabindra Nath Kaibartya S/o Madhusudan Kaibartya গ্রাম ও পোঃ—জাবুই, থানা—মেমারি, জেলা—পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমান-এর নিকট ৩১ মে ২০২২ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম Rabindra Nath Kaibartya যা আমার আধার কার্ড, এপিক কার্ড, প্যান কার্ডে এবং আমার প্রকৃত জন্ম তারিখ ০২.০২.১৯৯২ নথিভুক্ত আছে। কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ ভুলবশত আমার নাম Rabi Kaibartya ও জন্মতারিখ 04.04.1995 লিপিবদ্ধ হয়েছে। Rabindra Nath Kaibartya ও Rabi Kaibartya এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রকৃত জন্মতারিখ ০২.০২.১৯৯২।

□ আমি Asraf Sekh S/o. Bahadur Sekh গ্রাম—উদয়কৃষ্ণপুর, পোঃ হুরিয়া, থানা—খণ্ডঘোষ, জেলা—পূর্ব বর্ধমান। নোটারি পাবলিক পূর্ব বর্ধমান-এর নিকট ১৩ জুন ২০২২ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম Asraf Sekh যা আমার ভোটার কার্ডে, আধার কার্ডে এবং অন্যান্য নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে! কিন্তু আমার পুত্রের Passport Book-এ ভুলবশত Sk. Asraf Ali নামে নথিভুক্ত হয়েছে। Asraf Sekh এবং Sk. Asraf Ali এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

□ আমি Hajera Sekh স্বামী Asraf Sekh গ্রাম—উদয়কৃষ্ণপুর, পোঃ হুরিয়া থানা—খণ্ডঘোষ, জেলা—পূর্ব বর্ধমান। নোটারি পাবলিক পূর্ব বর্ধমানের নিকট ১৩ জুন ২০২২ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম Hajera Sekh যা আমার ভোটার কার্ডে, আধার কার্ডে এবং অন্যান্য নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার পুত্রের Passport Book-এ ভুলবশত Hajera Begam নথিভুক্ত হয়েছে। Hajera Sekh ও Hajera Begam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে প্রতিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

—কর্মাদক্ষ, নতুন চিঠি

রত্না রশীদ

চতুর্ধারে আশ্রয়—মারামারি—ধ্বংসলীলা। মানুষের মাথা খারাপ হওয়ারও সম্ভব কারণ থাকে, আছেও। ক্ষণিকের অবহেলা, উপেক্ষা, বঞ্চনা জমতে জমতে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে। ওপর থেকে টেরটি পাওয়া যায় না। তারপর একদিন একটুতেই ভিসুভিয়াসের ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো ছাই ঢেলে আর তার নিবৃত্তি অসম্ভব। পুরোটা জনজীবন—সভ্যতার বড়ি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার তাণ্ডব দেখে। পুড়তে থাকে, তবু দেখতে থাকে। জ্বলতে থাকে, তবু দেখতে থাকে। সর্বস্ব হারাতে থাকে, তবু দেখতে থাকে এক এক করে খসে যাচ্ছে হাত-পা-মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেলে ঝুঁশ হয়—কী হচ্ছে এটা?

সমস্যা কক্ষনো জমিয়ে রাখতে নেই। ছোট্ট সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান সহজ। আ স্টিচ্ ইন নিড/খাউজ্যান্ড ইনডিড। এক ফোঁড়ে যে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তাকে জটিল অপারেশনের ওটিতে পৌঁছে দেওয়া কোন্ আক্কেলবাজের কস্ম? উত্তর বেশি খুঁজতে হয় না—দুরভিসন্ধি সম্বল দুর্নীতিবাজ মুখ সাম্প্রদায়িক অত্যাচারী বেনিয়া

প্রান্তজন—আত্মজন (৫৯)

রাজনৈতিক নেতাক্রপী মাফিয়াবাজের কস্ম। যতো সমস্যা জমবে জনজীবনে, ততো দাঙ্গাবাজি, লুটতরাজ, বাগিয়ে নেবার সুযোগ সহজলভ্য হবে, তাই না! আর আমরা হাবা জনগণ তিন টাকার খদ্দের। তাই চোখের সামনে অহরহ ঘটে চলা দুর্নীতিকে দেখেও না দেখার ভান করি, ...ও যা করছে করুক গে, আমার তো কিছু না। আমাকেও তো পাঁচশা-হাজার দিচ্ছে। তো, ওরা একজনের চেষ্টায় যদি ছ'খানা পেলায় পাঁচতলা মকান, নিজের এক-দেড়শো আত্মীয়ের চাকরি, পঞ্চাশ-ষাটটা বিদেশি গাড়ি, ছেলে-মেয়ে-বো-পরিচারিকা, পোষা কুকুর, হাগল, গরুর নামে দোদার সম্পত্তি করেছে, তো করুক না—ভগবান দিয়েছে ওদের। আমাদের তো পাঁচশো/হাজার দিচ্ছে কিনা, এঁ্যা। দিচ্ছে তো। ভোটটা ওকেই দেবো। আর কেউ আমাদের এমন টাকা দিয়েছিলো? কক্ষনো না। খালি ঝাণ্ডাবাজি করে বলতো, ...দিতো হবে, দিতে হবে। এরা কেমন দেখো সত্যি সত্যি দিয়ে দেখালো। হাজারো “শ্রী”-র মালা গলায় পরিয়ে দিলো মানুষের। দেখিয়ে দিলো তো! কিন্তু এবার আশ্রয় তোর দোরগোড়ায়। মগজের আশ্রয় বাস, লরি, ট্রেনে অবস্থান করছে। গরিব জনগণের যানবাহন, সস্তার যানবাহন

পরিকল্পনা করে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই পরিকল্পনার মাথা যারা, তারা কখনো ট্রেনে বাসে চড়ে না। যারা এর এক্টিভেশনে, তারা জীবনেও বি.এম.ডব্লিউ. প্লেন, বা হেলিকপ্টারে চড়ার সুযোগ আপাতত অনতিভবিষ্যতে পাবে না। এরা নিজের নাক কেটে নিজেরই যাত্রাভঙ্গ করছে। এরপর প্রয়োজনে আপদে-বিপদে ঘাড়ে করে মৃতপ্রায় মাকে, সন্তানকে তুলে কুড়ি মাইল দৌড়ে হাসপাতালে পৌঁছবে। গিয়ে দেখবে ট্রেন বাস নেই বলে ডাক্তার-নার্স কেউই ঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছতে পারেননি।

প্রতিবাদ অবশ্যই জরুরি। আরো আরো সম্বন্ধ ব্যাপক বিস্তৃত প্রতিবাদ দেশজুড়ে হওয়া জরুরি। তবে তা এমন আত্মঘাতী হলে নিজেদেরই ঠকাবে আমরা। আশ্রয় না জ্বালিয়ে অবরোধ বা অন্য কিছু করতে পারি। আমি ঠিক অতোটা জানি না, তবু মনে হয় আমাদের টাকাতাই বানানো ওগুলো। একথাও ঠিক সরকারি সম্পত্তি আর জনগণের নয়, কেবল মাত্র প্রায় বিনামূল্যে বেনিয়াদের পকেটস্থ হয়ে চলেছে। আমরা সবাই মিলে একজেট হয়ে এই বেচুবাচুর হাতখানা গুঁড়িয়ে দিতে পারি না? কেন পারি না?

(চলবে)

১০০ দিনের কাজ

—প্রথম পাতার পর

জীবন-জীবিকায় নেমে এসেছে গভীর সংকট। মানুষের সংকট কাটাতে দুই সরকারের কোন হেলদোল নেই। বরং বিভাজনের রাজনীতি করে মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের হাতে কাজ নেই। দীর্ঘদিন ১০০ দিনের কাজ বন্ধ। সেই কাজ চালু না করে বরং কুমস্ব্যব করে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। এই সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যেন অশান্তি ও হিংসা না ছড়ায়। এতে সাম্প্রদায়িক মেরুক্রম ঘটলে আশ্রয়ে লাভ হবে তৃণমূল ও বিজেপি। তাই দুই সরকারের মানুষ মারা নীতির প্রতিবাদ করতে হলে আমাদের এক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এক্যবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের অধিকার আদায় করতে হবে।

পৌরসভা অভিযান

—প্রথম পাতার পর

তৈরির ক্ষেত্রে পদ্ধতির করলীকরণ করতে হবে এবং প্ল্যান তৈরির দিক মানুষের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। (৫) বর্ধমান শহরে ট্রাফিক শৃঙ্খলার নামে পুলিশের জলুমবাজি বন্ধ করতে হবে, (৬) বিকল্প সংস্থান না করে হকার ও বস্তি উচ্ছেদ করা চলবে না।

বিরল অস্ত্রোপচার বর্ধমান হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ জুন : এক মানসিক রোগী কখন লোহার পেরেক, কয়েন খেয়েছে বাড়ির লোক জানে না। দুদিন আগে পেটের যন্ত্রণা ওঠে। এরপর বাড়ির লোক প্রথমে বেসরকারি হাসপাতাল পরে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করে। পেটের ভিতর থেকে বেরোলো ২৪৮টি লোহার পেরেক। ৩৫টি কয়েনও বের করেছেন শল্য চিকিৎসারা। অপারেশন শেষে খোদ চিকিৎসকদেরই চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। এমন বিরল ও জটিল অস্ত্রোপচারের পর রোগী কিন্তু সুস্থ আছেন বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। এই আজব ঘটনার সাক্ষী বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

মঙ্গলকোটের কৃষ্ণবাটি গ্রামের বাসিন্দা শেখ মইনুদ্দিন (৩৮) বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক ভারসাম্যহীন। বর্ধমান হাসপাতালের মানসিক রোগ



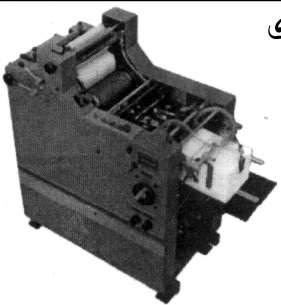
বিভাগেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। দাদা মসিলউদ্দিন বলেন, ১১ জুন থেকেই ভাই খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। পেটে ব্যথা হচ্ছে এটা হাভেভাবে বোঝাচ্ছিল। আমরা ১৪ জুন বর্ধমান শহর সংলগ্ন একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের এক চিকিৎসকের কাছে মইনুদ্দিনকে নিয়ে আসি। চিকিৎসকরা এক্স-রে করে তাকে ভর্তি করেন। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানায় ১ লাখ টাকারও বেশি খরচ হবে অপারেশন করতে। কিন্তু অত টাকা দেওয়ার সামর্থ্য তাদের না থাকায় ১৪ জুন সকালে তাকে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

জেলাজুড়ে সম্প্রীতি মিছিল ও সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ জুন : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিতে কু-মন্তব্য করার প্রতিবাদে পূর্বস্থলী ১ এরিয়া কমিটি এলাকার বিভিন্ন বাম গণসংগঠনগুলির উদ্যোগে নাদনঘাট বাজারে মিছিল পরিচরমার পর সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা সুশান্ত মণ্ডল, মোস্তাকিন মণ্ডল, সাকাউৎ হোসেন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যেন অশান্তি ও হিংসা না ছড়ায়। এতে সাম্প্রদায়িক মেরুক্রম ঘটলে আশ্রয়ে লাভ হবে তৃণমূল ও বিজেপি। কালনা পৌরসভার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ওয়ার্ডগুলিতে সম্প্রীতি মিছিলে ব্যাপক সাড়া মেলে।

কালনা-১ এরিয়া কমিটি এলাকার বাম গণসংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে নিভুজী মোড় থেকে মালতিপুর পর্যন্ত সম্প্রীতি মিছিল হয়। ছিলেন অঞ্জু কর, সুকুল সিকদার, বীরেন ঘোষ আলিম সেখ, হালিম সেখ প্রমুখ।

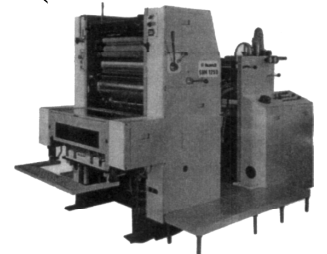
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ



সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com



ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ বা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ বা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা